মোঃ শামীম সরকার ঢাকা জেলার সাভার থানার পুলিশের নির্যাতনে নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ৫ জুন ২০১৩ ঢাকা জেলার সাভার থানার হেমায়তপুর এলাকার বাসিন্দা মোঃ আব্দুল হালিম সরকার ও মোসাঃ জয়ভানুর ছেলে মোঃ শামীম সরকার (৩২) এবং হযরত আলী খান ও নাসিমা আক্তারের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম খান (২৫)কে সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ হেমায়তপুর মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় মোটর সাইকেল চুরির কথিত মামলায় আটক করে। আটকের পর শামীম ও সাইফুলকে নবীনগর বাসস্ট্যান্ড, আমিন বাজার, সাভার থানাসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে হরিণধরা পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শামীম এবং সাইফুলকে আটক করার খবর তপু নামের এক ঔষধ ব্যবসায়ী শামীমের বড় ভাই মোঃ আমিন সরকারকে জানালে শামীমের ছোট ভাই মোঃ বিপ্লব সরকার এএসআই আকিদুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। ৬ জুন ২০১৩ রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় এএসআই আকিদুল ইসলাম মোবাইল ফোনে বিপ্লব সরকারকে দেখা করতে বললে বিপ্লব মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেসময় এএসআই আকিদুলের সঙ্গে আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হকও ছিলেন। তখন এএসআই আকিদুল ইসলাম বিপ্লব সরকারকে জানান যে, ২০০২ সালের একটি হত্যা মামলায় শামীম এবং সাইফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এজন্য তিনি ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন। দুই লক্ষ টাকা দিলে তাঁদের ছেড়ে দেবেন বলে জানান। বিপ্লব সরকার ২০ হাজার টাকা দিয়ে অবশিষ্ট টাকা দেয়ার জন্য সময় চাইলে শামীম এবং সাইফুলকে নিয়ে তাঁরা হরিণধরা ট্যানারি শিল্প পুলিশ ফাঁড়িতে চলে যান। পরে সেখানে শামীম এবং সাইফুলকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

নির্যাতনের এক পর্যায়ে শমীম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ সদস্যরা প্রাইভেটকারে করে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা শামীমকে মৃত ঘোষণা করলে পুলিশ সদস্যরা কৌশলে শামীমের লাশ হাসপাতালের সামনে রেখে পালিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্মীদের বিষয়টি সন্দেহ হলে তাঁরা আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকার কতোয়ালী থানাকে অবহিত করেন। ৬ জুন ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় শামীমের পরিবার লাশের সন্ধান পেলে ময়নাতদন্ত শেষে ৭ জুন ২০১৩ সকালে সাভারের হেমায়তপুর গোরস্থানে মোঃ শামীম সরকার এর লাশ দাফন করা হয়।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- নিহত মোঃ শামীম সরকার এর আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- চিকিৎসক এবং
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ শামীম সরকার

মোঃ আমিন সরকার (৩৮), শামীম সরকারের বড় ভাই

মোঃ আমিন সরকার অধিকারকে জানান, শামীম সরকার এলাকায় জমি কেনাবেচার ব্যবসা করতো। গত ৫ জুন ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় শামীম এবং তাঁর ভাগ্নে মোঃ সাইফুল ইসলাম একটি প্রাইভেট কার নিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায়। তিনি সাইফুল ইসলামের কাছ থেকে জানতে পারেন, সিংগাইর থেকে বাড়িতে ফেরার পথে রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় হেমায়েতপুর মোল্লা ফিলিং স্টেশনের কাছে পৌঁছালে একটি সাদা মাইক্রোবাস তাঁদের প্রাইভেট কারের সামনে এসে দাঁড়ায়। মাইক্রোবাস থেকে নেমে সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলামসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য জোর করে শামীম এবং সাইফুলকে প্রাইভেট কার থেকে নামিয়ে তাদের মাইক্রোবাসে উঠিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের এর পাশে তপু নামের এক ঔষধ ব্যবসায়ী তাঁর বাসায় এসে জানায় যে, সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম শামীম এবং সাইফুলকে গ্রেপ্তার করেছে। এই সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর আরেক ভাই মোঃ বিপ্লব সরকারকে ঘটনাটি জানান এবং এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। এরপর বিপ্লব এএসআই আকিদুল ইসলামের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে আকিদুল ইসলাম ফোন ধরেননি। পরে তিনি বিপ্লবকে শামীমের মোবাইলে ফোন করতে বলেন। শামীমের মোবাইল ফোনে কল দিলে এএসআই আকিদুল বিপ্লবকে হেমায়তপুর মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে দেখা করতে বলেন। রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় তাদের পরিচিত মুকুল নামের এক ছেলেকে নিয়ে বিপ্লব এএসআই আকিদুলের সঙ্গে দেখা করে। বিপ্লব সাক্ষাতের সময় শামীম এবং সাইফুল কোথায় জানতে চাইলে এএসআই আকিদুল মাইক্রোবাসের দরজা খুলে দেয়। বিপ্লব দেখতে পায় মাইক্রোবাসের ভেতরে শামীম, সাইফুল এবং আশুলিয়া থানার এসআই এমদাদুল হক বসে আছেন। তখন এসআই এমদাদুল এবং এএসআই আকিদুল মিলে শামীম এবং সাইফুলকে

ছাড়ানোর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য তাঁদের নেই বলে জানালে এএসআই আকিদুল এবং এসআই এমদাদুল তখন দুই লক্ষ টাকা দাবী করে এবং এই বিষয়টি অন্য কাউকে জানাতে নিষেধ করে। যদি কাউকে জানানো হয় তাহলে শামীম এবং সাইফুলকে আর কোন দিন ফিরে পাওয়া যাবে না এবং পেলেও খুনের মামলাসহ বিভিন্ন পেন্ডিং মামলায় জড়িয়ে দেবে বলে হুমকী দেয়। এ সময় বিপ্লব বিশ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয় এবং বাকি টাকা দিতে কিছু সময় চাইলে এসআই এমদাদুল এবং এএসআই আকিদুল বিপ্লবকে গালিগালাজ করে। বিপ্লব সেখান থেকে ফিরে এসে ঘটনাটি তাঁর কাছে বলে। তখন তিনি তাঁর মামা মোঃ আব্দুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। আব্দুর রহমান আমিন সরকারকে বলেন, পুলিশকে টাকা দিতে হবে না এবং সকালে বিষয়টি দেখা যাবে। ৬ জুন ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় বিপ্লবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সাভার মডেল থানায় গিয়ে ডিউটি অফিসারের কাছে শামীম এবং সাইফুলের খবর জানতে চান। ডিউটি অফিসার তাঁকে জানান শামীম এবং সাইফুলকে সাভার মডেল থানায় নিয়ে আসা হয়নি। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুজি করতে থাকেন। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় জানতে পারেন কয়েকজন পুলিশ ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে শামীমের লাশ রেখে চলে গেছে। তখন তিনি ছোট ভাই বাবলু এবং ফুপাত ভাই আওলাদকে মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠান। তারা শামীমের লাশ সনাক্ত করে মোবাইল ফোনে আমিন সরকারকে জানায়। ৬ জুন ২০১৩ লাশ বাড়িতে আনার পর তিনি দেখতে পান, লাশের সারা শরীরে নির্যাতনের কালো দাগ। ৭ জুন ২০১৩ সকালে হেমায়াতপুর গোরস্থানে শামীমের লাশ দাফন করা হয়। এ ব্যাপারে তিনি বাদী হয়ে সাভার মডেল থানায় আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, পুলিশ সদস্য মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রমজান আলী, মোঃ ইউসুফকে আসামী করে ৩২৩/ ৩৮৫/৩৭৯/৩০২/৩৪[১] ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। শামীমকে ধরে নেয়ার পর আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, পুলিশ সদস্য মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রমজান আলী, মোঃ ইউসুফ মিলে পিটিয়ে তাঁকে হত্যা করে। তিনি তাঁর ভাইয়ের হত্যার বিচার দাবী করেন।

মোঃ বিপ্লব সরকার (২৪), শামীম সরকারের ছোট ভাই

মোঃ বিপ্লব সরকার অধিকারকে জানান, ৫ জুন ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাঁর বড় ভাই আমিন সরকার এর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, হেমায়েতপুর মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম ও আশুলিয়া থানার এসআই এমদাদুল হক তাঁর ভাই শামীম এবং ভাগ্নে সাইফুলকে গ্রেপ্তার করেছে। খবর পেয়ে তিনি এএসআই আকিদুল ইসলামের মোবাইল ফোনে

[১] দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর উল্লেখিত ধারাগুলোতে বলা হয়েছে-
ধারা ৩৪ ঃ কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলির শাস্তি।
ধারা ৩০২ ঃ খুনের শাস্তি ঃ যে ব্যক্তি খুন করে সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।
ধারা ৩২৩ ঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি।
ধারা ৩৭৯ ঃ চুরির শাস্তি ঃ যদি কোন ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যার মেয়াদ তিন বৎসর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।
ধারা ৩৮৫ ঃ বলপূর্বক কিছু আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ভয় দেখানোর শাস্তি।

কল দেন। বারবার কল দেওয়ার পরও ফোন রিসিভ না করায় তিনি শামীম সরকারের মোবাইল ফোনে কল দেন। তখন মোবাইল ফোনে কথা বলেন এএসআই আকিদুল ইসলাম। এএসআই আকিদুল ইসলাম তাঁকে রাত ১২.৩০ টায় হেমায়াতপুর মোল্লা ফিলিং স্টেশনের সামনে দেখা করতে বলেন। তাঁর কথামত বিপ্লব ১২.৩০ মোল্লা ফিলিং স্টেশনের সামনে এএসআই আকিদুল ইসলাম এবং এসআই এমদাদুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করেন। এএসআই আকিদুল ইসলাম বিপ্লবকে জানান, ২০০২ সালের একটি হত্যা মামলায় শামীম ও সাইফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আকিদুলের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কপি দেখতে চান। কিন্তু আকিদুল তা দেখাতে পারেননি। আকিদুল তাঁর কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। তখন বিপ্লব এএসআই আকিদুল ইসলাম কে জানান এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। তখন এএসআই আকিদুল ইসলাম তাঁকে দুই লক্ষ টাকা দিতে বলেন। বিপ্লব সে সময় আকিদুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা দিতে রাজি হন। বাকী টাকা পরে দিবেন বলে জানান। এইসময় মাইক্রোবাসের ভেতরে বসে থাকা এসআই এমদাদুল হক বিপ্লবকে জানান, " এখন টাকা নাই থানায় নিয়ে মাইর শুরু করলে টাকা আপনা আপনি চলে আসবে"। এরপর এএসআই আকিদুল ইসলাম মোল্লা সিএনজি স্টেশনের সামনে থেকে সাভারের দিকে চলে যান। তিনিও বাসায় চলে এসে ঘটনাটি তাঁর ভাই আমিন সরকারকে জানান।

মোঃ সাইফুল ইসলাম (২৫), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ সাইফুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ৫ জুন ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.০০ টায় তিনি এবং তাঁর মামা মোঃ শামীম সরকার মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে একটি প্রাইভেটকার যোগে হেমায়তপুর আসেন। হেমায়তপুরে মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে আসতেই একটি কালো মাইক্রোবাস তাঁদের সামনে আসে। গাড়ি থেকে নেমে এসে এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম শামীম সরকার ও তাঁকে আটক করে। গ্রেপ্তারের পর শামীম ও তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এএসআই আকিদুল ইসলাম রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় শামীম সরকারের ছোট ভাই বিপ্লব সরকারকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে দেখা করতে বলেন। ঐসময় বিপ্লব সরকার তাদের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা বিপ্লবের কাছে দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। তখন বিপ্লব দুই লক্ষ টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে শামীম ও তাঁকে হরিণধরা ট্যানারি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদেরকে আলাদা রুমে নিয়ে আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, পুলিশ সদস্য মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রমজান আলী ও মোঃ ইউসুফ মিলে রাতভর মারধর করেন। মারধরের একপর্যায়ে শমীম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ৬ জুন ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৫.০০ টায় পুলিশ সদস্যরা একটি প্রাইভেটকারে করে শামীমকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় সাইফুলকে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ডাঃ মোঃ মাসুদ পারভেজ, ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ মোঃ মাসুদ পারভেজ অধিকারকে জানান, ৬ জুন ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৫.৩০ টায় ৪ ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় শামীম সরকার নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনেন। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক শামীমকে সিসিইউতে পাঠান। সেখানে নেয়ার পর শামীমকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্মী জাহিদুল ইসলামের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, ঐ চার ব্যক্তি শামীমের লাশ প্রাইভেটকারে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাহিদুল প্রাইভেটকারের পরিবর্তে এম্বুলেন্সে করে লাশটি নেয়ার কথা বলার পর ঐ চার ব্যক্তি শামীমের লাশ হাসপাতালের সামনে ট্রলির ওপর ফাঁকা জায়গায় রেখে প্রাইভেটকার নিয়ে পালিয়ে চলে যায়। পরে এই বিষয়টি কতোয়ালী থানাকে জানানো হয়।

অধ্যাপক প্রনব কুমার চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল, ঢাকা

অধ্যাপক প্রনব কুমার চক্রবর্তী অধিকারকে জানান, ৬ জুন ২০১৩ ঢাকা কতোয়ালী থানার পুলিশ সদস্যরা সাভার থানার হেমায়াতপুর এলাকার মোঃ শামীম সরকার নামের এক ব্যক্তির লাশ হাসপাতালের মর্গে আনেন। তাঁর নির্দেশে লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক ডাঃ মোঃ সরোয়ার হোসেন। ময়না তদন্তের নম্বর ২১৩/১৩; তারিখ-৬/৬/২০১৩। ৯ জুন ২০১৩ ময়না তদন্তের প্রতিবেদন সাভার থানায় পাঠানো হয়েছে। নির্যাতনের কারণে মোঃ শামীম সরকারের মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি জানান।

শ্যামল কুমার মুখার্জী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ঢাকা

শ্যামল কুমার মুখার্জী অধিকারকে জানান, ৬ জুন ২০১৩ সাভার থানায় পুলিশি নির্যাতনে মোঃ শামীম সরকারকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠলে পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমানের নির্দেশে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রধান হচ্ছেন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ উত্তর) মোঃ ফারুক হোসেন, অন্য দুইজন সদস্য হলেন সহকারী পুলিশ সুপার নুরুল আমীন এবং পরিদর্শক সেলিম সাজ্জাদ।

মোঃ ফারুক হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ উত্তর), ঢাকা

মোঃ ফারুক হোসেন অধিকারকে জানান, ২ মার্চ ২০১৩ শহিদুল ইসলাম সেলিম নামে এক ব্যক্তি সাভার মডেল থানায় ৩/৪ জন অজ্ঞাত নামা লোককে আসামী করে দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারায় একটি মোটর সাইকেল চুরির মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর- ৪; তারিখ ২/৩/২০১৩। সেই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোটর সাইকেল চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল থানার যদুহার গ্রামের মোঃ আবুল কাশেমের ছেলে মোঃ বেলাল

হোসেনকে আটক করেন। মোঃ বেলাল হোসেন আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে বেলাল সাভার থানার হেমায়তপুর এলাকার মোঃ আব্দুল হালিম সরকারের ছেলে মোঃ শামীম সরকারের নাম উল্লেখ করেন। তখন থেকে শামীম সরকার কে পুলিশ সদস্যরা খুঁজতে থাকে। ৫ জুন ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার পুলিশ সদস্য মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোঃ রমজান আলী ও মোঃ ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম হেমায়তপুর মোল্লা সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে শামীম সরকারকে গ্রেপ্তার করেন। এরপর শামীমকে হরিণধরা ট্যানারি শিল্প পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। এএসআই আকিদুল ইসলাম বিভিন্ন মাধ্যমে শামীমের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেন কিন্তু শামীমের পরিবার এত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। টাকা না পেয়ে শামীমকে ট্যানারি শিল্প পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছেন। ৬ জুন ২০১৩ ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য দুইজন সদস্য হলেন পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূরুল আমীন, ডিআইও-১ ইন্সপেক্টর সৈয়দ সেলিম সাজ্জাদ। তদন্ত শেষে ১৩ জুন ২০১৩ তিনি পুলিশ সুপার বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ৫ জুন ২০১৩ রাতে ট্যানারি শিল্প পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বে ছিলেন এটিএসআই শহিদুল ইসলাম। এটিএসআই শহিদুল ইসলাম রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় কাউকে না জানিয়ে বাসায় চলে যায়। ঐ এলাকায় ফুট পেট্রোল ইনচার্জ ছিলেন এসআই সাজ্জাত হোসেন রোমন। এসআই সাজ্জাত হোসেন রোমন রাত ১২.০০ টায় অসুস্থ হওয়ার কারণে সাভার মডেল থানায় একটি জিডি করে কোন কর্মকর্তাকে না জানিয়ে বাসায় চলে যান। যার ফলে, এএসআই আকিদুর ইসলাম, এসআই এমদাদুল হকসহ তিন পুলিশ সদস্য ট্যানারি শিল্প পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে শামীমকে নির্যাতন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কর্তব্যে অবহেলার দায়ে এটিএসআই শহিদুল ইসলাম ও এসআই সাজ্জাত রোমনকে বরখাস্থ করা হয়েছে। শামীম সরকারের ভাই মোঃ আমিন সরকার বাদী হয়ে ৬ জুন ২০১৩ সাভার মডেল থানায় দণ্ডবিধির ৩২৩/৩৮৫/৩৭৯/৩০২/৩৪ ধারায় এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার পুলিশ কনস্টেবল মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রামজান আলী ও মোঃ ইউসুফকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-১৪; তারিখ ৬/৬/২০১৩ ইং। মামলার পাঁচজন আসামীকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মোঃ আমিনুর রহমান, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), সাভার মডেল থানা, ঢাকা

মোঃ আমিনুর রহমান অধিকারকে জানান, শামীম সরকারের ভাই মোঃ আমিন সরকার বাদি হয়ে ৬ জুন ২০১৩ সাভার মডেল থানায় দণ্ডবিধির ৩২৩/৩৮৫/৩৭৯/৩০২/৩৪ ধারায় এএসআই মোঃ আকিদুল ইসলাম, আশুলিয়া থানার এসআই মোঃ এমদাদুল হক, সাভার মডেল থানার পুলিশ কনস্টেবল মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, মোঃ রমজান আলী ও মোঃ ইউসুফকে আসামী করে যে মামলা দায়ের করেন অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোস্তফা কামালের নির্দেশে

তিনি সে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলার ৫ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তনাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে তিনি জানান।

অধিকারের বক্তব্যঃ

নির্যাতনের বিষয়ে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে নির্যাতন চলে আসছে। পুলিশের নির্যাতনে মোঃ শামীম সরকারের মৃত্যু দায়মুক্তির সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই না। অধিকার মনে করে পুলিশের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ অন্য কোন পুলিশ সদস্য দিয়ে তদন্ত করিয়ে নিরপেক্ষ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সত্যিকারের ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিচার বিভাগীয় তদন্তই কিছুটা সত্য উদঘাটনে সক্ষম হতে পারে।

-সমাপ্ত-